হানাফী মাযহাবের আলোকে

রোযা সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

লেখক: মোহাম্দ বোরহান উদ্দীন নেজামী

নোট: যে কোন ভুল কারো দৃষ্টিগোচর হলে আমাকে জানাবেন যাতে আমি পরবর্তী সংস্করণে ঠিক করে নিতে পারি

*Written by*[*Muhammad Borhan Uddin Nezami*](https://www.facebook.com/329910371085860/)*.  
Email:*[*borhannezami@gmail.com*](file:///C:\Users\Borhan\Desktop\) *Tel:*[*+880 1903-730347*](tel:+880) *WhatsApp:*[*Click here*](https://api.whatsapp.com/send?phone=8801536465688)

Contents

[রমযানের রোযার শরয়ী বিধান 2](#_Toc69822572)

[রোযা ফরয হওয়ার শর্ত 2](#_Toc69822573)

[না-বালেগ (অপ্রাপ্তবয়স্ক) সন্তানদেরকে রোযা রাখানোর বিধান 2](#_Toc69822574)

[রোযা ফরয হওয়ার দলীল 2](#_Toc69822575)

[রমযানে পাবলিক স্থানে খোলা জায়গায় পানাহারের বিধান 3](#_Toc69822576)

[রমযানের রোযার নিয়্যাতের বিধান 3](#_Toc69822577)

[সাহরী ও ইফতারের বর্ণনা 5](#_Toc69822578)

[রোযা ভঙ্গকারী বিষয়গুলোর বর্ণনা 6](#_Toc69822579)

[রোযা ছাড়তে পারার ওযরগুলো 9](#_Toc69822580)

# রমযানের রোযার শরয়ী বিধান

# রোযা ফরয হওয়ার শর্ত

প্রশ্ন-২: রোযা ফরয হওয়ার শর্তগুলো কী কী? <br>

উত্তর: (১) মুসলিম হওয়া (২) বালেগ (প্রাপ্ত বয়স্ক) হওয়া (৩) সুস্থ মস্তিষ্কের হওয়া অর্থাৎ পাগল না হওয়া (৪) সুস্থ হওয়া (সুতরাং এমন অসুস্থ ব্যক্তি যিনি রোযা রাখলে রোগ বেড়ে যাওয়ার বা মারা যাওয়ার আশঙ্কা আছে, তার জন্য রোযা রাখা ফরয নয়) (৫) মুকীম হওয়া। সুতরাং মুসাফিরের উপর রোযা রাখা ফরয নয়। (সূত্র: ফতোয়ায়ে আলমগিরী, খন্ড ১, রোযা অধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৯৫)

# না-বালেগ (অপ্রাপ্তবয়স্ক) সন্তানদেরকে রোযা রাখানোর বিধান

প্রশ্ন-৩: না-বালেগ (অপ্রাপ্তবয়স্ক) সন্তানদেরকেও রোযা রাখাতে হবে কি? <br>

উত্তর: সন্তানের বয়স সাত বছর পূর্ণ হলে তাকে রোযা রাখার জন্য উৎসাহিত করতে হবে এবং দশ বছর পূর্ণ হলে রোযা রাখতে বাধ্য করা হবে।

# রোযা ফরয হওয়ার দলীল

প্রশ্ন-৪: রোযা ফরয হওয়ার দলীল কী? <br>

উত্তর: আল্লাহ তায়ালার বাণী:

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } [البقرة: 183]

অনুবাদ: হে বিশ্বাসীরা, তোমাদের উপর রোযা রাখা ফরয করা হয়েছে। যেভাবে তোমাদের আগেকার জাতিদের উপর ফরয করা হয়েছিল, যাতে তোমরা আল্লাহ ভীরুতা অর্জন করতে পার।

# রমযানে পাবলিক স্থানে খোলা জায়গায় পানাহারের বিধান

প্রশ্ন-৫: কিছু লোক রমযানে দিনের বেলায়ও প্রকাশ্যে পানাহার করে , তাদের বিধান কী? <br>

উত্তর: যদি ইসলামী রাষ্ট্র হয়, তবে ইসলামী শাসকের উপর আবশ্যক এসব অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া। এই কঠোর শরয়ী হুকুম দ্বারা বুঝা যাচ্ছে রমযানে পাবলিক প্লেসে পানাহার কত বড় অপরাধ।

# রমযানের রোযার নিয়্যাতের বিধান

প্রশ্ন-৬: রমযানের রোযার নিয়্যত করার সময়সীমা কতটুকু? <br>

উত্তর: সূর্যাস্তের পর থেকে পরের দিনের সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলার আগ পর্যন্ত। মনে করুন, কোন ব্যক্তি ঘটনাক্রমে সাহরী খাওয়ার জন্য জাগতে পারেনি, সকাল ৯-১০ টার দিকে জাগার পর রোযার নিয়্যাত করে নিলে তার রোযা হয়ে যাবে। (সূত্র: ফতোয়ায়ে আলমগিরী, খন্ড ১, রোযা অধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৯৫) (দুর্রে মুখতার, খন্ড ১, কিতাবুস্ সাওম, পৃষ্ঠা ১৪৬)

প্রশ্ন-৭: এভাবে সাহরীর সময় চলে যাওয়ার পর দিনের বেলায় রোযার নিয়্যাত করার ক্ষেত্রে বিশেষ কোন শর্ত আছে কি? <br>

উত্তর: হ্যাঁ, সাহরীর সময় শেষ হওয়া থেকে নিয়্যাত করা পর্যন্ত সচেতন মনে রোযা ভঙ্গকারী কোন কিছু না করা। (হাশিয়াতুত্ তাহতাবি, কিতাবুস্ সাওম, পৃষ্ঠা ৩৫২)

প্রশ্ন-৮: কেউ যদি এ মাসয়ালা না জানার কারণে রাতে নিয়্যাত করতে না পারায় রোযা আর রাখলে হবেনা ভেবে পানাহার করে ফেলে তার উপর ইচ্ছাকৃত পানাহারের অপরাধে কাফ্‌ফারা আবশ্যক হবে কি? <br>

উত্তর: না, সে তাওবা করে ঐ রোযার কাযা করবে।

প্রশ্ন-৯: উত্তম কোনটি? <br> দিনে নিয়্যাত নাকি রাতে? <br>

উত্তর: দিনে নিয়্যাত করা তো বৈধ কিন্তু রাতে নিয়্যাত করে ফেলাই উত্তম। (সূত্র: ফতোয়ায়ে আলমগিরী, খন্ড ১, রোযা অধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৯৬)

প্রশ্ন-১০: নিয়্যাতের পদ্ধতি কী? <br>

উত্তর: কোন কিছু করার জন্য অন্তরে সুচিন্তিত দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করার নামই নিয়্যাত। সুতরাং আপনি যদি মনে মনে ইচ্ছা পোষণ করেন আমি আগামিকাল রোযা রাখব, নিয়্যাত হয়ে যাবে। তবে, মুখে উচ্চারণ করে করাটা পরবর্তী যুগের ফোকাহায়ে কেরাম মুস্তাহাব বলেছেন। (সূত্র: ফতোয়ায়ে আলমগিরী, খন্ড ১, রোযা অধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৯৫)

প্রশ্ন-১১: পুরো রমযান মাসের ৩০-টি রোযার নিয়্যাত একসাথে করা যাবে? <br>

উত্তর: না। প্রত্যেক রোযার জন্য আলাদা নিয়্যাত। (দুর্রে মুখতার, খন্ড ১, কিতাবুস্ সাওম, পৃষ্ঠা ১৪৭)

প্রশ্ন-১২: যদি কেউ ভুলক্রমে রমযানের ফরয রোযার পরিবর্তে নফল রোযার নিয়্যাত করে ফেলে তার ফরয রোযা আদায় হবে? <br>

উত্তর: অসুস্থ বা মুসাফির ব্যক্তি ফরয রোযার নিয়্যাত করলে ফরয হবে, নফল রোযার নিয়্যাত করলে নফল হবে। কিন্তু মুকীম সুস্থ ব্যক্তি রমযান মাসে নফল রোযার নিয়্যাত করুক বা অন্য কোন ওয়াযিব রোযার নিয়্যাত করুক, তার ফরয রোযাই আদায় হবে। (সূত্র: ফতোয়ায়ে আলমগিরী, খন্ড ১, রোযা অধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৯৬)(দুর্রে মুখতার, খন্ড ১, কিতাবুস্ সাওম, পৃষ্ঠা ১৪৭)

প্রশ্ন-১৩: কোন মুসাফির/অসুস্থ ব্যক্তি ফরয-নফল চিন্তা না করে শুধু রোযা রাখার নিয়্যাত করে তাহলে তার কি ফরয রোযা আদায় হবে নাকি নফল? <br>

উত্তর: এ ক্ষেত্রে তার ফরয রোযাই আদায় হবে। (সূত্র: ফতোয়ায়ে আলমগিরী, খন্ড ১, রোযা অধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৯৬)

# সাহরী ও ইফতারের বর্ণনা

প্রশ্ন-১৪: সাহরী খাওয়া কি রোযার শর্ত? <br>

উত্তর: না। এটা রাসূলুল্লাহ এর সুন্নাত। সুতরাং কেউ যদি স্বেচ্ছায় সাহরী বর্জন করে তার রোযা হয়ে যাবে কিন্তু সুন্নাতের সাওয়াব থেকে সে বঞ্চিত হবে।

প্রশ্ন-১৫: ইফতার কী দিয়ে করা উচিত? <br>

উত্তর: খেযুর দিয়ে, যদি না থাকে তবে পানি দিয়ে।

প্রশ্ন-১৬: ইফতারের বিশেষ দোয়া কোনটি? <br>

উত্তর:

1. **((ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ العُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ))**
2. **((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِي))**
3. **اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ ، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ** .

প্রশ্ন-১৭ এ দোয়াগুলো কখন করা হবে? <br> ইফতারের আগে না পরে? <br>

উত্তর: দোয়ার অর্থের দিকে খেয়াল করলে ১ ও ৩ নং দোয়া কিছু খেয়ে ইফতার করেই করা উচিত।

১ নং দোয়ার অর্থ: পিপাসা দূর হয়েছে, শিরাগুলো সিক্ত হয়েছে, এবং আল্লাহর ইচ্ছায় প্রতিদান সাব্যস্ত হয়েছে।

২ নং দোয়ার অর্থ: হে আল্লাহ! আপনার যে রহমত (দয়া) সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে তার উসীলায় আবেদন করছি, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

৩ নং দোয়ার অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার জন্যই রোযা পালন করেছি এবং আপনার দেয়া রিযিকেই ইফতার করেছি।

# রোযা ভঙ্গকারী বিষয়গুলোর বর্ণনা

প্রশ্ন-১৮: কেউ যদি রোযা ভঙ্গ করার নিয়্যাত করে শুধু নিয়্যাতের কারণেই কি তার রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে? <br>

উত্তর: না। রোযা ভঙ্গকারী কোন কাজ না করা পর্যন্ত শুধুমাত্র ভঙ্গ করার ইচ্ছা করাই রোযা ভঙ্গ হবেনা। (সূত্র: ফতোয়ায়ে আলমগিরী, খন্ড ১, রোযা অধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৯৫)

প্রশ্ন-১৯: রোযা ভঙ্গ হওয়ার কারণগুলো কী? <br>

উত্তর: রোযা ভঙ্গ হওয়ার বিভিন্ন কারণ রয়েছে যথা:

(১) স্ত্রী সহবাস বা এ জাতীয় কাজ।

(২) শরীরের প্রবেশপথগুলো যেমন নাক-মুখ ইথ্যাদি দ্বারা পাকস্থলীতে কিছু পৌঁছানো।

(৩) রোযার কথা স্মরণ থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃত মুখ ভরে বমি করা।

প্রশ্ন-২০: রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন করা বা আলিঙ্গন করা কি জায়েজ? <br>

উত্তর: হ্যাঁ। তবে বীর্য বের হয়ে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকলে মকরুহ বা অপছন্দনীয় হবে। (ফতোয়ায়ে আলমগিরী)

প্রশ্ন-২১: স্বপ্নদোষ হলে কি রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়? <br>

উত্তর: না।

প্রশ্ন-২২: কারো রাতে গোসল ফরয হয়েছে, সাহরীর সময় অল্পক্ষণে শেষ হয়ে যাবে, তিনি কি করবেন? <br>

উত্তর: তিনি গোসলের তিন ফরযের দুই ফরয কুলি করে আর নাকে পানি দিয়ে সাহরী করে ফেলবেন, বাকী এক ফরয সাহরী শেষ করার পর করবেন। (বাহারে শরীয়ত, গোসলের মাসায়েল অধ্যায়)

প্রশ্ন-২৩: রোযা অবস্থায় মাথায় তেল ব্যবহার করা যায়? <br>

উত্তর: হ্যাঁ।

প্রশ্ন-২৪: নাকে ড্রপ ব্যবহার করলে কি রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে? <br>

উত্তর: হ্যাঁ।

প্রশ্ন-২৫: চোখে-কানে ড্রপ ব্যবহার করলে কি রোয়া ভঙ্গ হয়ে যাবে? <br>

উত্তর: হানাফী মযহাবের পূর্ববর্তী ফকীহগণ বলেছেন: চোখে ব্যবহার করলে ভঙ্গ হবেনা কিন্তু কানে ব্যবহার করলে ভঙ্গ হবে। বর্তমান যুগের ফকীহগণ এর ঠিক বিপরীতটাই বলছেন। কারণ হচ্ছে, আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত কানের ভিতরে ড্রপ দিলে কানের পর্দা ফাটা না থাকলে সেটা গলায় যাওয়ার পথ নেই। কিন্তু চোখে ব্যবহার করলে সেটা গলায় চলে যায় এবং সেটার স্বাদও জিভের মধ্যে অনুভব হয়।

প্রশ্ন-২৬: কেউ ভুলবশত পানাহার করে ফেললেও কি রোযা ভঙ্গ হবে? <br>

উত্তর: না। রাসূলুল্লাহ বলেছেন যে ব্যক্তি রোযা রাখা অবস্থায় ভুলবশত পানাহার করে ফেলে সে যেন রোযা পূর্ণ করে, কেননা আল্লাহই তাকে খাওয়াইছেন আর পান করিয়েছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

প্রশ্ন-২৭: কাউকে ভুলবশত পানাহার করতে দেখলে কি তাকে তার রোযার কথা স্মরণ করিয়ে দেব? <br>

উত্তর: হ্যাঁ, স্বাভাবিক অবস্থায় স্মরণ করিয়ে দেয়া আবশ্যক। কিন্তু রোযাদার ব্যক্তি যদি খুব দুর্বল অর্থাৎ যার জন্য রোযা রাখা খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার হানাফী মযহাবের ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, এ ধরনের ব্যক্তিকে ভুলে পানাহার করতে দেখলে রোযার কথা স্মরণ না করিয়ে দেয়ায় উত্তম। (রদ্দুল মুহতার)

প্রশ্ন-২৮: রোযা অবস্থায় কোন কিছুর স্বাদ আস্বাদন করার বিধান কী? <br>

উত্তর: এভাবে স্বাদ আস্বাদন করাতে যদি সামান্য কিছুও কন্ঠনালীতে প্রবেশ করে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে কিন্তু যদি জিভ দ্বারা স্বাদ আস্বাদন করে ফেলে দেয়া হয় এবং কন্ঠনালীতে প্রবেশ করতে না দেয়া হয় তবে এতে রোযা ভঙ্গ হবে না। (ফতোয়ায়ে আলমগিরী)

প্রশ্ন-২৯: রোযা অবস্থায় এভাবে স্বাদ আস্বাদন করার অনুমতি কখন রয়েছে? <br>

উত্তর: স্বামী বদমেযাযী হলে, তরকারীতে লবণ-মরিচ কম হওয়ায় রাগারাগি করার সম্ভাবনা থাকলে স্ত্রী তরকারীর স্বাদ জিভে লাগিয়ে দেখতে পারেন। আবার কোন কিছু কেনার সময় স্বাদ গ্রহণ না করে কিনলে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে সেক্ষেত্রেও স্বাদ আস্বাদন করার অনুমতি আছে। কিন্তু কেউ যদি কোন ওযর ছাড়া রোযা অবস্থায় একাজ করে তবে তা মকরূহ হবে। (সূত্র: ফতোয়ায়ে আলমগিরী)

প্রশ্ন-৩০: ইনজেকশনের কারণে কি রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়? <br>

উত্তর: আসলে ইনজেকশন দ্বারা পুশ করা হলে তা রগ-শিরায় বা মাংসপেশীতে প্রবেশ করে, সুতরাং এতে রোযা যাবেনা। কিন্তু অনেক ওলামায়ে কেরাম অন্যান্য কারণের ভিত্তিতে রোযা ভঙ্গ হবে বলে মত দিয়েছেন। বিষয়টা আসলে মতভেদীয়, তাই এতে সতর্কতার দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত।

প্রশ্ন-৩১: ওযুতে কুলি বা নাকে পানি দেয়ার সময় যদি ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় পানি কন্ঠনালীতে প্রবেশ করে? <br>

উত্তর: ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যদি রোযার কথা স্মরণ থাকে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। (সূত্র: ফতোয়ায়ে আলমগিরী)

প্রশ্ন-৩২: থুথু বা কফ গিলে ফেললে কি রোযা ভঙ্গ হবে? <br>

উত্তর: না। যে পরিমাণেই হোক না কেন কিন্তু ইচ্ছাকৃত-ভাবে অনেক থুথু মুখে জমা করে গিললে মকরূহ হবে। (ফতোয়ায়ে আলমগিরী) (দুর্রে মুক্তার)

প্রশ্ন-৩৩: বমি করার কারণে কি রোযা ভঙ্গ হয়? <br>

উত্তর: বমির কারণে রোযা তিন শর্তে ভঙ্গ হয় যথা:

(১) মুখে বা কন্ঠনালীতে আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে ইচ্ছাকৃত করা হলে।

(২) মুখ ভরে হলে

(৩) রোযার কথা স্মরণ থাকলে

এছাড়া, হঠাৎ অস্বস্তি বা অসুস্থার কারণে যদি বমি হয় (যেটা অনিয়ন্ত্রিত ভাবে হয়) মুখ ভরে হলেও রোযা ভঙ্গ হবেনা। এ মাসয়ালায় অনেকে ভুল করেন। মনে করেন, বমি হলেই রোযা ভঙ্গ।

প্রশ্ন-৩৪: রোযা অবস্থায় মিসওয়াক বা টুথ পেস্ট ব্যবহার করার বিধান কী? <br>

উত্তর: মিসওয়াক ব্যবহারে কোন অসুবিধা নেই। কেননা, তা রাসূলুল্লাহ থেকে প্রমাণিত। টুথপেস্ট ব্যবহারে সতর্ক থাকতে হবে যাতে সামান্যতম পেষ্টও কন্ঠনালীতে না যায়। তাই ওযর ছাড়া রোযা অবস্থায় টুথপেস্ট ব্যবহার না করাই উত্তম।

# রোযা ছাড়তে পারার ওযরগুলো

প্রশ্ন-৩৫: রোযা ছাড়তে পারার ওযরগুলো কী? <br>

উত্তর: (১) সফর (২) গর্ভধারণ (৩) দুগ্ধদান (৪) অসুস্থতা (৫) মাসিক (৬) নেফাস (সন্তান প্রসব পরবর্তী অপবিত্রতা) (৭) অতি বার্ধক্য (৮) মৃত্যুর ভয় (৯) কেউ বাধ্য করলে (১০) জিহাদ

প্রশ্ন-৩৬: শরীয়তে কোনটাকে সফর বলে গণ্য করা হবে? <br>

উত্তর: আলা হযরতের হিসাব অনুযায়ী সাড়ে ৫৭ মাইল বা ৯২ কিলোমিটার কিছু ওলামায়ে কেরাম বলেছেন: ৪৮ মাইল বা ৮০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে ১৫ দিনের কম অবস্থানের নিয়ত করা হলে। (দুর্‌রে মুখতার, ফতোয়ায়ে রেজভীয়া)

প্রশ্ন-৩৭: যদি কেউ দিনের বেলা সফর শুরু করে, তবে সে দিনের রোযাও কি ভঙ্গ করতে পারবে? <br>

উত্তর: না। সেদিনের রোযা পালন করতে হবে। সফর রোযা ছাড়ার জন্য তখন ওজর বলে গণ্য করা হয়, যখন সফরকালীন সাহরী করতে হয়। (ফতোয়ায়ে আলমগিরী)

প্রশ্ন-৩৮: মুসাফির রোযা রাখতে চাইলে? <br>

উত্তর: যদি খুব কষ্টের কারণ হয়, মকরূহ হবে। অন্যথায় উত্তম। (ফতোয়ায়ে আলমগিরী)

প্রশ্ন-৩৯: দুগ্ধদানকারীনি মহিলাদের জন্য রোযা ছাড়া কখন জায়েয হবে? <br>

উত্তর: যখন তার নিজের এবং সন্তানের মৃত্যু আশঙ্কা হবে।

প্রশ্ন-৪০: এটা কিভাবে বুঝা যাবে? <br>

উত্তর: কোন আল্লাহভীরু মুসলিম ডাক্তারের পরামর্শে অথবা নিজের পূর্ব অভিজ্ঞতায়।

প্রশ্ন-৪১: অসুস্থতা রোযা ছাড়ার জন্য কখন ওজর হতে পারে? <br>

উত্তর: যদি রোগ বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, আরোগ্য লাভে দেরী হওয়ার আশঙ্কা থাকে, বা কোন অঙ্গহানীর ভয় থাকে, অথবা কোন সুস্থ ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে যাওয়ার প্রবল ধারণা থাকলে। (ফতোয়ায়ে আলমগিরী)

প্রশ্ন-৪২: রোযা রাখার কারণে সুস্থ ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পরার প্রবল ধারণা এটা কিভাবে সাব্যস্ত হবে? <br>

উত্তর: এটার তিনটা উপায় রয়েছে:

(১) এটার কোন প্রকাশ্য সুস্পষ্ট কারণ পাওয়া। উদাহরণ স্বরূপ: কেউ রোযা রেখে দেখতে পেলেন যে তার রোগ বেড়ে যাচ্ছে।

(২) ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থাকা। যেমন: গত বছর রোযা রাখার কারণেই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

(৩) কোন বিশেষজ্ঞ মুসলিম ডাক্তারের পরামর্শে। (ফতোয়ায়ে আলমগিরী)

প্রশ্ন-৪৩: রোযা অবস্থায় কোন মহিলার মাসিক শুরু হয়ে গেলে ঐ রোযা কি ভঙ্গ করা যাবে? <br>

উত্তর: হ্যাঁ।

প্রশ্ন-৪৪: এমন বৃদ্ধ বা অসুস্থ যার আর সুস্থ হওয়ার আশা নেই তিনি কি করবেন? <br>

উত্তর: ফিদয়া আদায় করবেন। অর্থাৎ প্রত্যেক রোযার পরিবর্তে একজন মিছকীনকে দুবেলা পেটপুরে আহার করাবে, অথবা একজনের ফিতরার সমপরিমাণ মূল্য কোন মিছকীনকে দিয়ে দেবে।

প্রশ্ন-৪৫: ‘রোযা ছাড়তে কেউ বাধ্য করলে রোযা ছাড়ার অনুমতি আছে’ এর দ্বারা কেমন বাধ্য করা উদ্দেশ্য? <br>

উত্তর: রোযা রাখলে কেউ যদি হত্যার অথবা কোন অঙ্গ কর্তনের অথবা তীব্র প্রহারের হুমকি দেয় এধরনের বাধ্য করা উদ্দেশ্য। (বাহারে শরীয়ত)

প্রশ্ন-৪৬: মুজাহিদদের জন্য কখন রোজা না রাখার অনুমতি আছে? <br>

উত্তর: যখন সুনিশ্চিত জানতে পারেন যে, রোযা রাখার কারণে দুর্বল হয়ে যাবেন